দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 13 MAY 1990
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৮ ...

প্রেসিডেন্টের নির্দেশ ঃ ভার্সিটি বৃত্তি দ্বিগুণ হচ্ছে

শিক্ষা উন্নয়নে উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হবে

প্রেসিডেন্ট হসেইন মুহম্মদ এরশাদ একটি জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন ত্রুটি দূর করার উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় ঐকমত্যে পৌছতে বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধি নিয়ে এই পরিষদ গঠিত হবে।

বাসস'র এ খবরে প্রকাশ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলর প্রেসিডেন্ট এরশাদ শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভাইস চ্যান্সেলরদের নিয়মিত মাসিক বৈঠকে এই নির্দেশ দেন। ঢাকায় আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের কমিটি কক্ষে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

ভাইস চ্যান্সেলরদের প্রতি তিনি ছাত্রছাত্রীদের দুর্ভোগ থেকে বাঁচানোর জন্যে সময়মতো বিভিন্ন পরীক্ষা অনুষ্ঠান নিশ্চিত করার আহবান জানান। সেই সঙ্গে তিনি ক্যাম্পাসসমূহে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য তাঁদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে বলেন।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিয়াকে অভি-নন্দন জানান এবং আশা প্রকাশ করেন যে, তাঁর নেতৃত্বে

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

শিক্ষা উন্নয়নে উপদেষ্টা

(প্রথম পৃঃ পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা দূর হবে এবং এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তার হৃত গৌরব পুন-রুদ্ধার করতে সক্ষম হবে।

প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ, প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা মনসুর আলী সরকার, প্রেসি-ডেন্টের মুখ্য সচিব এ, এইচ, সাদিক, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান এবং শিক্ষা সচিব এ, এন, এম, ইউসুফ বৈঠকে যোগদান করেন।

প্রেসিডেন্ট সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিশ্ববিদ্যায়সমূহের বৃত্তির পরিমাণ বর্তমানের ১০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০০ টাকা করার নির্দেশ দেন। আগামী জুলাই থেকে তা কার্যকর হবে। বৈঠকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা চেয়ার প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

বৈঠকে সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সেসন জট দূর করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ প্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সেসন জট দূর করার জন্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সাহায্য সহ-যোগিতা দানের নির্দেশ দেন।

বৈঠকে কলেজ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রা-তিষ্ঠানিক শিক্ষাকোর্সের আকারে বর্তমান সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারিত হবে। বৈঠকে কলেজ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপনের সম্ভা-বনা যাচাই করে দেখার সিদ্ধান্তও নেয়া হয়।

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে বৈঠকে এই অভিমত দেয়া হয়— শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে দেশে এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ভিত্তি ও মাপ-কাঠি সন্নিবেশিত করে একটি মূলনীতি প্রণয়নের দায়িত্ব দেয়া হোক। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমি-শনের সঙ্গে পরামর্শ করে এই মূলনীতি প্রণয়নকরবে।